উপজেলা পরিষদ
গোয়াইনঘাট, সিলেট।

বার্ষিক বাজেট
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর

থানা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে ১৯৮২ সালে মান উন্নীত থানা হিসাবে এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। নভেম্বর ১৯৯১ সালে উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তি ঘটে এবং তদস্থলে সরকার ১৯৯৩ সালে একটি নির্বাহী আদেশে থানা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করেন। এই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সংসদে আইন দ্বারা বলবৎ হয়ে বর্তমান উপজেলা পরিষদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে। উপজেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পরিষদকে ১৮ টি উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ টি মন্ত্রণালয়ের ১৮ টি বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মের তালিকা উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ঘোষিত হয়েছে। পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম নির্বাহের জন্য বার্ষিক থোক বরাদ্দ ছাড়াও উপজেলা পরিষদ আইনের ৪র্থ তফসিলে ৮ টি উৎস হতে কর, রেট, ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণকে যে সেবা দেয়ার দায়িত্ব রয়েছে তা সহজে বিনা প্রতিবন্ধকতায় পৌছে দেয়াই হলো উপজেলা পরিষদের মূল কাজ। সেবার পরিধির মধ্যে জনগনের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ অনেক বিষয় অন্তর্ভূক্ত আছে। অর্থাৎ জনগণের অংশগ্রহনে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে সরকারী বেসরকারী অন্যনান্য সেবাদান প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে সমন্বয় ঘটিয়ে জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানোই উপজেলা পরিষদ সৃষ্টির মূল লক্ষ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বাজেট একটি কর্মকৌশল। জাতীয় সরকারের ন্যায় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বাজেট থাকে। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বিবরণী তাতে অন্তর্ভূক্ত থাকে। ২০-০৬-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উপজেলা পরিষদ বাজেট বিধিমালা ২০১০ জারী করে সরকার প্রত্যক আর্থিক বৎসর শুরু হওয়ার অন্তত: ত্রিশ দিন পূর্বে উপজেলা পরিষদ বাজেট অনুমোদন করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে এবং উপজেলার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসাবে ০৮-০৬-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে উপজেলা পরিষদের সভায় আমি উপজেলা পরিষদের বাজেট উপস্থাপন করছি।

বিগত বছর অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরে আমরা ১। যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ২। কৃষি ও সেচ ৩। মৎস্য পশু সম্পদ উন্নয়ন ৪। শিক্ষা ৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ৬। ক্রীড়া উন্নয়ন ৭। সংস্কৃতির বিকাশ ও ৮। সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুটা কাজ করার প্রয়াস পেয়েছি। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রেও যে ১৮ টি কাজের দায়িত্ব উপজেলা পরিষদে ন্যাস্ত আছে। সেই গুলিতেও উপজেলা পরিষদের অবগতির বাইরে আলাদাভাবে কাজ করে চলছে। উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে উপজেলা পরিষদের নেতৃত্বে কাজ করার সুযোগ করে দিলে জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমিকা আরও সৃশৃঙ্খল হত। সেবা ও উন্নয়ন মূলক কাজে আমাদের সম্পুর্ণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা আমাদের উপজেলার রাজস্ব আয় অত্যান্ত সীমিত। কেবল মাত্র বাড়ী ভাড়া, হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ৪১% এবং পাথর মহাল ও বালু মহালের উপর উপজেলা ট্যাক্স ইজারার উপর আামদের রাজস্ব আয় নির্ভরশীল এবং এই রাজস্ব আয়ের প্রায় সম্পুর্ণই দায়মুক্ত ব্যয় নির্বাহ করতে খরচ হয়ে যায়। বিগত অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ সালে আমরা ৯৭.৯৬.০০০/- টাকা থোক বরাদ্দ হিসাবে পেয়েছি।